পুলিসের মার প্রতিবন্ধীদের

● *প্রথম পৃষ্ঠার পর*

সরকারের। প্রতিবন্ধীদের উন্নয়ন, আর্থিক সহায়তার জন্য কিছুই করলো না তৃণমূল সরকার।

১৯৯৫ সালের প্রতিবন্ধী আইন পরিবর্তন হয়েছে নতুন বিলে। ৭ ধরনের প্রতিবন্ধকতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আরো ১২ ধরনের প্রতিবন্ধকতা। শিক্ষা ও চাকরির ক্ষেত্রে ৩ শতাংশ সংরক্ষণের বদলে হয়েছে ৫ শতাংশ সংরক্ষণ। এছাড়া নতুন আইনে আইন না মানলে শাস্তির বিধানও রয়েছে। তাঁদের আরো দাবি সবার জন্য পরিচয়পত্র দিতে হবে সরকারকে। এই আইনি অধিকারের দাবিতে রাস্তায় নেমে এর আগেও প্রতিবাদ আন্দোলনে অংশ নিয়েছেন প্রতিবন্ধীরা। এদিনও ছিল তাঁদের শান্তিপূর্ণ আইন অমান্য আন্দোলন। সেখানেই পুলিসের হাতে মার খেলেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গীত বিভাগের ছাত্র প্রদীপ মণ্ডল। রানী রাসমণি রোড সহ শহরের পাঁচটি জায়গায় ভেঙে দেওয়া হলো প্রায় ২৬টি হুইল চেয়ার। ব্যারিকেডের কাছে যেতেই পুলিস বাধা দিয়ে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দেয় তাঁদের। তারপরেও প্রতিবন্ধীরা এগিয়ে যেতে গেলে পুলিস লাঠি চলায়। তারপরই নির্দিষ্ট লক্ষ্যে ব্যারিকেড ভেঙে আইন অমান্য সম্পূর্ণ করেন তাঁরা। এদিন নেতৃবৃন্দ বলেন, অবিলম্বে নতুন আইন কার্যকর না হলে এবং সেই সঙ্গে নিহত কোরপান শাহের প্রকৃত বিচার ও দোষীদের শাস্তি না হলে আরো বৃহৎ আন্দোলনে নামবেন রাজ্যের প্রতিবন্ধকতাযুক্ত সমস্ত মানুষ।

Close

Print